বারসিক, কোডেক, ডাসকো ও নেট্জ পরিচালিত প্রচারাভিযানের প্রতিপাদ্য বিষয়:

সকল ধরনের সহিংসতা রুখে নিরাপদ ও টেকসই সমাজ গড়ে তুলি

কোন প্রেক্ষাপটে এই ক্যাম্পেইন/প্রচারাভিযান?

নারীর প্রতি সংঘটিত সকল নির্যাতন বন্ধে পরিবার, কমিউনিটি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে প্রতি বছর ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬ দিনব্যাপী প্রচারাভিযান পালন করা হয়। এটি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ নামেও পরিচিত। বাংলাদেশে এটি ১৯৯৭ সাল থেকে পালন করা হচ্ছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের আহ্বানে সৃষ্ট ইউনাইট ক্যাম্পেইন প্রতি বছরের জন্য একটি বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে। ২০২৫ সালের প্রতিপাদ্য হলো: **UNiTE to End Digital Violence against All Women and Girls.**

জাতীয় প্রতিপাদ্য:

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই,
ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করি।

নারীর প্রতি সহিংসতা একটি ভয়াবহ অমানবিক ঘটনা হলেও সমাজে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে। তবে, দেশ, সমাজ ও অঞ্চলভেদে এমনকি মৌসুম ভেদেও সহিংসতার নানা ধরন এবং পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দুর্যোগ বা সংকটাপন্ন সময়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে এবং সহিংসতার শিকার হয়। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা ও নদীভাঙনে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজ বসতভিটা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এই মানুষগুলো নানা ধরনের অধিকার বঞ্চনা ও সহিংসতার শিকার হন। বিশেষ করে, দুর্যোগের সময় ও পরে নারী ও কিশোরীরা সবচেয়ে বেশি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, পাচার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। ২০২০-এ সাইক্লোন আম্পানের পর ইউএন উইমেন পরিচালিত একটি র‍্যাপিড জেন্ডার বিশ্লেষণে দেখা যায়, সাইক্লোন আঘাত এনেছে এমন এলাকাগুলোতে নারীর প্রতি সহিংসতা ৬৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া দেখা যায়, তথ্যের অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহের কারণে দুর্যোগকবলিত নারীদের ছবি, ভিডিও বা ব্যক্তিগত তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপব্যবহার করা হয়। এর ফলে বিপদাপন্ন নারী ও শিশুরা অনলাইন-ভিত্তিক নানা ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা যেমন, ট্র্যাকিং, ট্রোলিং, শ্লীলতাহানি, হুমকিসহ নানা ধরনের ডিজিটাল হয়রানির শিকার হচ্ছেন। প্রতিটি পরিস্থিতিতেই নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কার্যকর করা প্রয়োজন।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে "এনগেজ" প্রকল্পের উদ্যোগ

এবারের বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা বিশেষ করে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নারীর প্রতি যে সহিংসতা তার বিরুদ্ধে একাত্ম হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমান বাস্তবতায় দেখা যায়, নারীদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে, প্রযুক্তি ব্যবহার করে নারীদের নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতন করা হচ্ছে। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নারীদের প্রযুক্তি থেকে দূরে নয় বরং প্রযুক্তিকে নারীর জন্য ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা এখন অত্যন্ত জরুরি।

এনগেজ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কীভাবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা যায় – এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন: ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহ ও দ্রুত সাড়া প্রদান, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি কোথা থেকে ও কীভাবে দ্রুততম সময়ে সেবা পাবে সে সম্পর্কিত তথ্য জনগণকে জানানো, দুর্যোগকালে তথ্য প্রচার, নারীর নিরাপত্তা ও নারীর প্রতি ইতিবাচক আচরণ বিষয়ক বার্তা প্রচার করা ইত্যাদি। এই উদ্যোগগুলো শুধুমাত্র কর্মএলাকায় নয়; সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বারসিক, কোডেক, ডাসকো এবং নেট্জ পরিচালিত এনগেজ প্রকল্পের কর্মএলাকায় তথা ৬টি জেলা, ১২টি উপজেলা, ৭২টি ইউনিয়নের জন্য **'সকল ধরনের সহিংসতা রুখে নিরাপদ ও টেকসই সমাজ গড়ে তুলি'** শিরোনামে ১৬দিনের দিনের একটি প্রচারাভিযান প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও টেকসই সমাজ গঠনের জন্য সকল প্রকার নির্যাতন প্রতিরোধ করা, নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানো এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। সেইসাথে সরকারি- বেসরকারি পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে উদ্যোগ গ্রহণ, আইনী সংস্কার, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও নিরবতা ভেঙে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান করা হয়েছে।

দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপদ ও সহিংসতামুক্ত জীবন-যাপনের অধিকার রয়েছে। নারী বা অন্য কোনো পরিচয়ের কারণে কারো বিরুদ্ধে সহিংসতা কোনোভাবেই কাম্য নয়। প্রতিটি পরিস্থিতিতে ততক্ষণাৎ প্রতিকার, সুরক্ষা ও প্রতিরোধ নিশ্চিত করা সরকারের পাশাপাশি আমাদের সকলের দায়িত্ব।

সরকারের কাছে দাবিসমূহ:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী ও কিশোরীর সুরক্ষা বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা;
- নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করা;
- জাতীয় হেল্প লাইন ১০৯ ও জরুরি সেবা ৯৯৯- কে আরও শক্তিশালী করা;
- ডিজিটাল সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর আইন ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম নিয়ন্ত্রণ করা;
- ডিজিটাল/অনলাইন সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচারণা করা;
- নারীবান্ধব আশ্রয়কেন্দ্র নিশ্চিত করা;
- নারীর স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক সহায়তা নিশ্চিত করা।

নাগরিক সমাজ হিসেবে আমরা কী করতে পারি?

- নিজে সচেতন হওয়া এবং পরিবার, স্কুল, সমাজ ও অনলাইন প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে কেউ যেন নির্যাতন না করে এ বিষয়ে অন্যের মাঝেও সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া;
- নির্যাতনের শিকার নারীর কথা শুনা, তার পাশে থাকা ও সহযোগিতা করা;
- অনলাইনে হয়রানির শিকার হলে প্রমাণ সংরক্ষণ করা ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করা;
- নারীদের অনলাইন নিরাপত্তা বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দেওয়া।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত বিপর্যয় নারীর ঝুঁকি বৃদ্ধি করে
আসুন, সহিংসতা রুখে সকলের জন্য নিরাপদ ও টেকসই সমাজ গড়ে তুলি

Environmental Human Rights for a Just Transition: Strengthened Local CSOs Transforming Climate Hotspots into Resilient Communities (ENGAGE) project

This publication is co-funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of NETZ, BARCIK, CODEC and DASCOH Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Co-funded by the European Union

codec

বারসিক BARCIK

DASCOH Strengthening Systems for Development

Partnership Development Justice NETZ বাংলাদেশ